প্রথম আলো

তারিখ 10 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এ কী হাল!

সংস্কারে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে

পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার রতনদি-তালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে চিত্র *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যিই হতাশাজনক। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এভাবে চলছে কী করে? সোমবার *প্রথম আলোর* খবরে বলা হয়েছে, ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রতনদি-তালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন প্রায় সাত বছর ধরে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। একাডেমিক ভবনের ছাদ, দেয়াল, সিঁড়ি ও বিমের বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরেছে। এসব ঝুঁকির মধ্যেই চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। এ ছাড়া বিদ্যালয়ে যথেষ্ট শিক্ষকও নেই। ৭০০ শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন মাত্র ১৪ জন শিক্ষক।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই অবস্থা! অথচ তা সংস্কারে কারও কোনো উদ্যোগ নেই? বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য বিজ্ঞান ভবন খুবই জরুরি। অথচ সেই বিজ্ঞান ভবনই কিনা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে! তাহলে শিক্ষার্থীরা কী পড়ালেখা করছে এখানে, তা সহজেই অনুমেয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংস্কারের জন্য ২০১১ সালে একবার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এবং ২০১৫ সালে আরেকবার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবর আবেদন জানায়। কিন্তু কোনো সাড়া মেলেনি।

তবে শুধু রতনদি-তালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই নয়, সারা দেশে আরও এমন জীর্ণ দশার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরও অনেক রয়েছে। ভালো ও মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই অবকাঠামো যদি জরাজীর্ণ হয় আর শিক্ষার্থীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে আর যা-ই হোক, সেই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান কখনোই ভালো হবে না।

শিক্ষা খাত যে যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না, তা পরিষ্কার। একটি দেশের শিক্ষা খাতে মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ৬ শতাংশ বা বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। অথচ বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জাতীয় আয়ের ২ শতাংশের একটু বেশি। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামগ্রিক দিকে নজর না দিলে মানসম্মত শিক্ষা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে।